MAY 09 2002

দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ...৭... কলাম ...৪......

সিরাজদিখানে বিতর্কিত নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের স্বীকৃতি লাভে জোর লবিং

স্টাফ রিপোর্টার : একটি নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় থেকে মাত্র অর্ধ কিলোমিটারের মধ্যে অপর একটি বিতর্কিত নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের একাডেমিক স্বীকৃতি লাভের জন্য জোর লবিং চালানো হচ্ছে। বিতর্কিত ঐ নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পরিচালনা কমিটির নেতৃবৃন্দ বিদ্যালয়টির একাডেমিক স্বীকৃতি লাভের জন্য শিক্ষা অধিদফতরের কতিপয় সুবিধাবাদী কর্মকর্তার সাথে দহরম মহরম গড়ে তুলেছে। তারা জনৈক প্রভাবশালী প্রতিমন্ত্রীর মাধ্যমে ওই বিতর্কিত বিদ্যালয়টির একাডেমিক স্বীকৃতি লাভের জন্য উঠেপড়ে লেগেছে। এ নিয়ে এলাকায় চরম উত্তেজনা বিরাজ করছে। খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, ১৯৯৯ সালের ১ জানুয়ারী মুন্সিগঞ্জের সিরাজদিখান থানার খাসকান্দী নিম্নমাধ্যমিক বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠিত হয়।

সিরাজদিখানের বাসুর চর ইউপি চেয়ারম্যান মোঃ আমিন উদ্দিন ১৯৯৯ সালের ১৫ আগস্ট একই গ্রামে, একই মৌজায় একই রাস্তার পাশে অথচ খাসকান্দী নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের অর্ধ কিলোমিটারের মধ্যে আলহাজ মোঃ গাইজউদ্দিন নিম্ন মাধ্যমিক উচ্চ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আলোচনা সভায় আমন্ত্রণ জানিয়ে বিভিন্ন ব্যক্তিবর্গের কাছে চিঠি বিলি করেন। এই উদ্যোক্তারা ২০০০ সালের জানুয়ারী মাসে রীতিনীতি লংঘন করে উক্ত বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠা করে। আওয়ামী লীগ নেতা সাবেক মন্ত্রী তোফায়েল আহমেদ ২০০০ সালের ২৮ সেপ্টেম্বর এলাকাটি বিশাল বিল এবং নিম্নাঞ্চল উল্লেখ করে উক্ত বিদ্যালয়টিকে অনুমতি প্রদানের জন্য সংশ্লিষ্ট দফতরে সুপারিশ করেন। রীতিনীতির তোয়াক্কা না করে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা ঢাকা অঞ্চলের উপ-পরিচালক ২০০১ সালের ১ নভেম্বর ১৯৯৯ সালে ১ জানুয়ারী থেকে ৩ বছরের জন্য উক্ত বিদ্যালয়টিকে প্রাথমিক অনুমতি প্রদান করে। এ নিয়ে বিভিন্ন মহলে তোলপাড় শুরু হয়। এলাকাবাসী অবৈধ অনুমতির আদেশ বাতিলের দাবীতে ২০০১ সালের ১৭ নভেম্বর হাইকোর্টে একটি রীট পিটিশন মামলা দায়ের করে। উল্লেখিত বিদ্যালয়টির বিরুদ্ধে মুন্সিগঞ্জ জজকোর্টে জমি সংক্রান্ত একটি মামলাও রয়েছে। মামলা নং ৬৩/২০০২ ইং। বর্তমানে একটি সুবিধাবাদী গ্রুপ রাতারাতি ক্ষমতাসীন দলের ব্যানারে উক্ত বিদ্যালয়টির একাডেমিক স্বীকৃতি লাভে জোর লবিং চালাচ্ছে।